৩ জুন ২০১৪, সোমবার, সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক রবার্তো আজেভেদো-র বাংলাদেশ সফর ও বাংলাদেশ সরকারের নতজানু অবস্থানের প্রতিবাদ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাজার উদারীকরণের জন্য চাপ দিচ্ছে।

বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার জন্য আমরা (এলডিসি) কেন মূল্য বহন করব?

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

স্বল্প সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনারা জানেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক রবার্তো আজেভেদো বাংলাদেশ সফর করছেন এবং আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী সহ সরকারী ও বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের সাথে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন হবার কথা। বাণিজ্য সচিবের বরাত দিয়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, সরকারীভাবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাছে বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, রবার্তো'র এই সফরে বাংলাদেশ সহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসহ উন্নত দেশগুলোতে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার (Duty Free Quota Free Market Access) প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এই প্রবেশাধিকার বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অপরিহার্য নয়। কারণ, এতদিন এই সুবিধা ছাড়াই বাংলাদেশের তৈরি পোষাক তার মান ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্য দিয়ে বিশ্বের বাজারে টিকে আছে। উল্লেখ্য যে, আমেরিকা ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে অনেকগুলো পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে রাজী হলেও আমাদের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরি পোষাকে তা দিতে রাজী নয়। আমরা এ খাতে বছরে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের শুল্ক দিয়ে থাকি, আর তার বিপরীতে ২০০ মিলিয়ন ডলারের সহায়তা পাই যা বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়, আমাদের জন্য তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের নজির প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে "ইকুয়েল ট্রিটমেন্ট" নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করলেও তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

কিন্তু এই মৌখিক আশ্বাসের বিনিময়ে টিসা (Trade in Services Agreement) ও টিফা (Trade and Investment Framework Agreement)-র মত চুক্তি মেনে নেবার জন্য বাংলাদেশ সহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে, তা কোথাও প্রকাশ করা হচ্ছে না। মি. রবার্তো ইতিমধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও গিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে চাপ দিয়েছেন। এই ধরনের চুক্তি সম্পন্ন হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ইত্যাদির মত অপরিহার্য সেবা খাত বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির অবারিত মুনাফার একচেটিয়া ক্ষেত্রে পরিণত হবে এবং দরিদ্র মানুষ অধিকার বঞ্চিত হবে। টিফা-র মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য স্বল্পোন্নত দেশে অবাধ প্রবেশের যেসব ছোটখাট বাধা রয়েছে তা অপসারিত হবে দরিদ্র দেশ ও তার জনগণের স্বার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের সরকারের নতজানু মনোভাবের প্রতিবাদ জানাই।

স্বল্পোন্নত দেশকে কৃষি ভর্তুকি বাবদ জিডিপি'র ১০% পর্যন্ত ভর্তুকি দেয়ার বিধান থাকলেও এই ভর্তুকি বন্ধ করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ ক্রমাগত বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। অথচ ধনী দেশগুলো চুক্তির খেলাপ করে এর বহুগুণ বেশি কৃষি ভর্তুকি প্রদান করে আসছে, যার ফলশ্রুতিতে বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদিত ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষি পণ্যে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে দরিদ্র দেশের বাজার আর দরিদ্র কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক মহোদয় সে বিষয়ে কোনও কথা বলছেন না। সরকারের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে তার কাছে কোনও দাবি দাওয়া উপস্থানের সংবাদ আমরা পাইনি।

বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড সহ উন্নত দেশগুলো এই ছাড়ের সাহায্যেই আজ শিল্পোন্নত হয়েছে। অথচ আজ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের পথে তারা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের দাবি, স্বল্পোন্নত দেশগুলো যতদিন উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় বলবৎ রাখতে হবে।

এই মুহূর্তে আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবিসমূহ:

১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে দাবি দাওয়া পেশ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে নতজানু মনোভাব পরিহার করতে হবে, দেশ ও জনগণের স্বার্থ অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্য দাবি করতে হবে।

২. কোনও কিছুর বিনিময়ে, এমনকি শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধার বিনিময়েও টিসা বা টিফা চুক্তি মেনে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির অবাধ মুনাফার পক্ষে জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।

৩. দরিদ্র দেশের কৃষি ভর্তুকি হ্রাসের চাপ প্রত্যাহারের পাশাপাশি ধনী দেশের বিপুল কৃষি ভর্তুকি হ্রাসের উদ্যোগ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকেই নিতে হবে। কৃষি মানুষের খাদ্য অধিকারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, কাজেই এক্ষেত্রে একটা ন্যায্যতাপূর্ণ সমতা বিধান করতে হবে।

৪. ঔষধ শিল্পের জন্য মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় ২০১৬ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। জীবন রক্ষাকারী ঔষধকে মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের কবল থেকে রক্ষা করে তাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় বলবৎ রাখতে হবে।

৫. আমেরিকায় বাংলাদেশের জন্য জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতি বিরোধী। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ না দেখে স্বল্পোন্নত দেশ ও তাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ

অর্পণ, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এএমকেএস, এনবিএস, এলআরএফ, এসডিও, কিষাণী সভা, কৃষক মৈত্রী, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডোক্যাপ, পল্লী সেবা সংঘ, পালস, প্রাণ, প্রান্তজন, বাঁচতে শিখ নারী, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বিএএফএলএফ, সমাজ, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org